Elearning Info
https://www.elearninginfo.in

শৃঙ্খল

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইতেছে। ভূপতি বাড়ি আসে অনেক রাত করিয়া, দরজায় দুইটা মৃদু টোকা দেয়, দরজা খুলিবার পর ঘরে গিয়া ঢোকে নীরবে। জামা কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইবার পর ঘরে খাবার আসনে আসিয়া বসে, খাবার-দাবার সামনেই সাজানো। আহার শেষ করিয়া নিঃশব্দে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। সারাক্ষণের মধ্যে বিনতির সহিত একটা কথাও বিনিময় হয় না। একই বাড়িতে যে দুইটি লোক পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করিতেছে এবং আজ সাত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে তাহার কোন পরিচয় তাহাদের ব্যবহারে নাই। তাহাদের মধ্যে যেন অসীম মহাদেশের ব্যবধান। দুই হাত মাত্র তফাতে বড় তক্তাপোশটার দুইধারে যাহারা রাত্রি যাপন করে তাহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ বলিয়া বুঝি এতখানি সুদূরে তাহারা পরস্পরের কাছ হইতে সরিয়া যাইতে পারিয়াছে। কিন্তু শুধু সুদূর বলিলে ইহাদের মধ্যকার ব্যবধান বুঝি কিছুই বোঝানো যায় না।

সকালে উঠিয়া ভূপতি নিজেই বাজারে চলিয়া যায়। বাজার হইতে ফিরিয়া মোটটা নামাইয়া দেয় রান্নাঘরের ধারে। আহারের পর নিজের ঘরে গিয়া অফিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সংসারের কাজ কিন্তু ঠিক নিয়ম মতো সুশৃঙ্খলভাবেই চলিতেছে। কোথাও এতটুকু গোল নাই। বাহির হইতে চেষ্টা করিলেও সেখানে কোন অসঙ্গতি কেহ দেখিতে পাইবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার স্তব্ধতাটা সেই জন্যই আরও ভয়ঙ্কর। সাধারণ মান-অভিমানের ক্ষণিক পালা ইহা নয়, ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে আবদ্ধ এই দুইটি নরনারীর অসাধারণ এই বিমুখতার হেতু তাহাদের অতীত ইতিহাসেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বাহিরের ইতিহাসে সব-কিছু কি ধরা পড়ে!

বিবাহ হইয়াছিল নিতান্ত সাধারণভাবে। ভালো ছেলে খুঁজিবার সাহস

বিনতির বাপ মায়ের ছিল না। বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন না থাক, উপার্জনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান বলিয়া ভূপতিকে কন্যাদান করিতে পারিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শুধু স্বামী ও শাশুড়ীকে লইয়া বিনতিকে সংসার করিতে হইবে। দা-দেইজি না থাকায় একরকম ভালোই থাকিবে। ছেলেটি অবশ্য কেমন একটু···

কেমন একটু যে কি তা অবশ্য তাঁহারা ঠিক স্পষ্টভাবে নিজেরাই বুঝিতে পারেন নাই। তবু খট্‌কা একটু লাগিয়াছিল। এই খট্‌কা লাগাও আশ্চর্য। সত্যিই ভূপতিকে দেখিয়া বা তাহার সহিত আলাপ করিয়া খুঁত ধরিবার কিছু পাওয়া যায় না। বিনতির বাপ-মায়ের সচেতন মনে নয়, তাহার চেয়ে গভীর কোনো স্তরে যেন সন্দেহের ছায়া দেখা দিয়াছিল। সে-ছায়াকে তাঁহারা শেষ পর্যন্ত আমল দেন নাই। না দেওয়াই স্বাভাবিক।

বিনতি তখন চোদ্দ পোনেরো বছরের লাজুক ভীরু একটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। ফুলশয্যার রাতে নিজের শরীরের তুলনায় অনেক বড় ভারী জামা কাপড়ের বোঝায় আড়ষ্ট ও জড়সড় হইয়া শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিয়াছিল।

রাত তখন অনেক। নিমন্ত্রিতদের ভোজনের হাঙ্গামা চুকিবার পর ভূপতি আসিয়া আগেই শয্যার উপর মাথার নিচে হাত রাখিয়া চিং হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয়স্বজনের অভাবে পাড়া-প্রতিবেশীরাই বিনতিকে সাজাইয়া আচার অনুষ্ঠান পালন করাইয়া ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বিনতি ঘরে ঢুকিতে ভূপতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াছিল। তাহার পর সে নিজে উঠিয়া সমবেত মেয়েদের কৌতুকহাস্য উপেক্ষা করিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া আবার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

বিছানায় উঠিবার সময় পাশের বালিশটা বুঝি অসাবধানে পা লাগিয়া মাটিতে তখন পড়িয়া গিয়াছে। বিনতি নিজের অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক কর্তব্য-বোধেই সেটা তুলিয়া বিছানায় আবার রাখিয়া দিতেই ভূপতি পা দিয়া আবার সেটা মেঝেয় ফেলিয়া দিল।

বিস্মিত ও একটু ভীতভাবেই বিনতি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল। না, ভয় করিবার কিছু নাই! ভূপতি হাসিতেছে নিঃশব্দে।

এবারে কৌতুক অনুভব করিয়া বিনতি নিজের হাসিটুকু বুঝি গোপন করিতে পারে নাই। মাথার কাপড়টা ভালো করিয়া টানিয়া দিয়া আবার সে

বালিশটা মেঝের উপর হইতে তুলিয়া রাখিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভূপতি আবার পা ছুড়িল। বালিশটা বিনতির হাত হইতে পড়িয়া ত গেলই, আর একটু হইলে বুঝি আঘাত তার হাতেও লাগিত।

বিনতি এবারে ঠিক কৌতুকটা উপভোগ করিতে পারিল না।

কিন্তু সচকিত হইয়া সে হাত সরাইয়া লইতেই ভূপতির উচ্চহাসি শোনা গেল। ভূপতি তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

বিনতিও হাসিল কিন্তু এবার আর বালিশ তুলিবার চেষ্টা করিল না। খাটের একবারে শেষপ্রান্তে দেয়ালের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি খানিক তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কই বালিশটা তুললে না?"

বিনতি একবার তাহার দিকে সকৌতুক ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাথা নত করিল। ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার মুখ আর দেখা যায় না।

"তোলো বালিশটা।"

মুখ নিচু করিয়াই বিনতি মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে তুলিবে না। তাহার পর ফিক্ করিয়া একটু হাসিযাও ফেলিল।

ভূপতি বিছানার উপর তাহার দিকে সরিয়া আসিল এবার। তারপর তাহার হাতটা হঠাৎ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "বালিশটা কিন্তু না তুললে হবে না।"

স্বামী তাহাকে এই প্রথম স্পর্শ করিয়াছেন।

বিনতি তখন ভয়ে আনন্দে লজ্জায় কেমন-একরকম হইয়া গিয়াছে। জড়-সড় হইয়া সরিয়া গিয়া দুর্বলভাবে হাতটা একটু ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার শরীরে যেন আর এতটুকু জোর নাই— সমস্ত অবশ হইয়া আসিতেছে, অপূর্ব আনন্দ শিহরণে।

তাহারই ভিতর কানে আসিয়া বাজিল—"তোলো বলছি।"

বিনতি আবার সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে না তাকাইয়া পারিল না। আশ্চর্য! গলার স্বব যেন রূঢ় বলিয়াই মনে হইযাছিল কিন্তু মুখে তাহার কোন আভাসই নাই! ভূপতি হাসিতেছে।

বিনতি সাহস পাইয়া অস্ফুট লজ্জাজড়িত স্বরে বলিল, "আর ফেলে দেবে না ত?"

"আগে তোলো ত।"

স্বামীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পদ্ধতিটা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও বিনতি সমস্ত ব্যাপারে একটু অস্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার বেশি আর কিছু দেখিতে পায় নাই। দেখিবার ছিল কি কিছু ?

সে বালিশটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছিল— "হয়েছে ত!"

কিন্তু সে-পালা তখনও শেষ হয় নাই। বিনতিকে আর একবার বালিশটা কুড়াইতে হইয়াছিল। কৌতুকের চেয়ে বিস্ময় বুঝি তাহার মনে তখন প্রবল।

অস্বাভাবিক হইলেও অত্যন্ত অর্থহীন একটা ঘটনা। বিনতির মনে তাহার স্মৃতিও থাকিবার কথা নয়। কিন্তু যত দিন গিয়াছে বিনতির মনে হইয়াছে যে প্রথম রাত্রির ব্যাপারটিতেই বুঝি তাহাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের ইঙ্গিত ছিল।

সংসারে গোড়া হইতেই একটু খিটিমিটি বাধিয়াছে। গায়ে মাখিবার মতো এমন কিছু হয়তো নয়। কিন্তু তাহার ভিতর স্বামীর ব্যবহারের যে-পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার অনুকূল হইলেও বিনতির মনে কোথায় যেন একটা অহেতুক আশঙ্কা তাহাতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

শাশুড়ী ওই একটি মাত্র ছেলেকে লইয়া আজ কুড়ি বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন। ভূপতির বয়স তখন ছিল পাঁচ বৎসর। পরের সংসারে আশ্রিত হিসাবে মানুষ হইয়া একদিকে ঔদাসীন্য এমন কি নির্যাতন ও অন্যদিকে মায়ের অতিরিক্ত অন্ধ স্নেহ ও আদর পাইয়া ভূপতি হয়তো ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার প্রকৃতি প্রশ্রয় ও পীড়নের মাঝে অক্ষম বিদ্রোহে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ-কথা মানিলেও তাহার সব অদ্ভুত আচরণের অর্থ পাওয়া যায় না।

শাশুড়ী বিনতির বিবাহের বছর দুই বাদেই মারা গিয়াছেন। আগেকার কথা জানা নাই কিন্তু জীবনের শেষ দুই বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছেন এবং সে-কষ্টের কারণ বিনতি নয়।

শাশুড়ী-বধূর ছোটখাটো গরমিল হয়তো আপনা হইতেই ঘুচিয়া যাইতে পারিত। শাশুড়ীর দিক হইতে স্নেহ না থাক বিদ্বেষ ছিল না, বিনতিরও ভালোবাসা না থাক শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ ছিল। কিন্তু মাঝে হইতে ভূপতি সমস্ত গোলমাল করিয়া দিয়াছে।

রান্নাঘরে সামান্য কি একটা কাজের ত্রুটি লইয়া বিনতি হয়তো একটু বকুনি খাইয়াছে শাশুড়ীর কাছে। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। স্বামীকে তাহা নিজে হইতে জানাইবার কথা বিনতি কল্পনাও করে নাই।

আপিসে যাইবার সময় খাইতে বসিয়া ভূপতি হঠাৎ বলিয়াছে—"আর একটা ঝি না রাখলে চলছে না, কি বলো মা!"

মা ছেলের আহারের সময় বরাবর কাছে আসিয়া বসেন। হাতের পাখাটা থামাইয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"কেন! ঝি ত আমাদের দরকার নেই!"

ভূপতি খানিকক্ষণ কোন কথা বলে নাই। নিঃশব্দে আহার করিতে করিতে হঠাৎ আবার বলিয়াছে—"একটাতেই ঠিক চলছে কি!"

মা ঠিক অর্থটা না বুঝিলেও ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়াই গুম হইয়া গিয়াছেন।

ভূপতি আবার বলিয়াছে—"না-হয় আর একটা বিয়েই করি! এমন ত কত লোক করে!"

মায়ের হাতের পাখা থামিয়া গিয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে চোখে জলও আসিয়াছে বুঝি।

ভূপতি তবু কিন্তু ক্ষান্ত হয় নাই। বলিয়াছে—"এ-যুগের ছেলেরা ত আর মায়ের সম্মান রাখে না। মাতৃভক্তির জন্যে স্ত্রী-ত্যাগ করলে একটা কীর্তিও থাকবে।"

মা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন—"আমি ত বৌকে কিছু বলি নি বাবা। ঘরসংসার করতে হ'লে একটু শিক্ষা দিতে হয়। বৌ যদি তাতে রাগ করে, না-হয় আর কিছু বলব না।"

লজ্জায় বিনতির মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। শাশুড়ী নিশ্চয় ভাবিয়াছেন যে সে-ই স্বামীর কাছে ভর্ৎসনার কথা লাগাইয়াছে।

স্বামীকে রাত্রে নির্জনে সে একবার অত্যন্ত ক্ষুণ্নভাবে বলিয়াছে—"ছি, ছি, তুমি মাকে অমন ক'রে কালকে কেন বলতে গেলে বলো ত! আমি কি তোমায় কিছু বলেছি?"

ভূপতি হাসিয়াছে—"না, আর একটা বিয়ে করতে তুমি বলো নি বটে!"

"তাও তুমি পারো!" —বিনতির মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

ভূপতি আবার তেমনি হাসিয়া বলিয়াছে—"আমার শক্তিতে তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে দেখে সুখী হ'লাম।"

ইহার পর আর এ-সম্বন্ধে কোন কথা বলা বিনতির নিরর্থক মনে হইয়াছে।

কিন্তু এমন ঘটনা তাহাদের সাংসারিক জীবনে ওই একটিই নয়। সংসারের মসৃণ সামঞ্জস্যকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল বিকৃত করিয়া তোলায় ভূপতির যেন অহেতুক একটা আনন্দ আছে। তাহার চেয়েও বেশি— ছোটখাটো নিষ্ঠুরতাই যেন তার বিলাস।

সংসারের খরচপত্র আগে মা-ই করিতেন। টাকাকড়ি তাঁহার হাতেই থাকিত। মাস শেষ হইবার পরও টাকা না পাইয়া মা একদিন আসিয়া বলিয়াছেন—"হাতে যে আর কিছু নেই রে! মাইনে পেতে এবারে এত দেরি যে!"

ভূপতি খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিয়াছে— "দেরি কোথায়!"

"আজ সাত দিন হয়ে গেল, দেরি নয়!"

"মাইনে ত অনেক দিন পেয়েছি। ও দেওয়া হয়নি বুঝি তোমায়। আচ্ছা দেব'খন।"

"আমার যে আজই দরকার, মাসের চালডালগুলো আনিয়ে নিতে হবে।"

ভূপতি আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়া বলিয়াছে—"আচ্ছা ওর কাছেই দেব'খন। চেয়ে নিও যা দরকার।"

আঘাত হিসাবে এইটুকুই যথেষ্ট। মা একেবারে মর্মাহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। নির্বিকার নিষ্ঠুরতা এতদূর পর্যন্ত বুঝি কোনরকমে বোঝা যায়। ভূপতি কিন্তু তাহার পরও কাগজটা সরাইয়া বলিল—"বৌয়ের কাছে হাত পেতে নিতে আবার মান যাবে না ত!"

মা আর সহিতে পারেন নাই। পারা সম্ভবও বুঝি নয়। হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে যা নয় তাই বলিয়া মনের সমস্ত রুদ্ধবেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, মা বলিয়া সম্মান না করুক, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি যে দুঃখভোগ করিয়া তাহাকে পালন করিয়াছেন তাহার পুরস্কার কি এই!

ভূপতি তবু হাসিয়া বলিয়াছে— "ছেলে-বৌএর উপর রাজত্ব করবার লোভেই তাহলে এত কষ্ট ক'রে মানুষ করেছিলে!"

মা এ-কথার উত্তর দিবার ভাষাই বুঝি খুঁজিয়া পান নাই। সেইদিন হইতে তিনি নিজেকে সমস্ত সংসার হইতে সরাইয়া লইয়াছেন। বিনতির করিবার কিছু ছিল না। শাশুড়ী মনে মনে তাহাকেও যে দোষী ভাবিবেন ইহা স্বাভাবিক। তাঁহার সন্তোষ-বিধানের দুর্বল চেষ্টারও তাই তিনি ভুল অর্থ করিয়াছেন। বিনতি শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

স্বামীকে কিন্তু তখন হইতেই বিনতি ভয় করে। স্বামীর এ-সমস্ত ব্যবহার সত্যই দুর্বোধ। স্ত্রীর প্রতি উৎকট ভালোবাসার পরিচয় যে ইহা নয় তাহা বিনতি ভালো করিয়া জানে। তবে এই অসাধারণ হৃদয়হীনতার মূল কোথায়?

বিনতি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহার সমস্ত মনে গভীর অর্থহীন একটা আশঙ্কার ছায়া জাগিয়া থাকে। সর্বদাই একটা অস্বস্তি, একটা নামহীন অস্পষ্ট আতঙ্ক যেন সে অনুভব করে স্বামীর সংস্পর্শে।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তাহা যেন আরও গভীর হইয়া উঠিল। সংসারে আর কেহ নাই। স্বামীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া ধরিতে পারিলে এই নিঃসঙ্গতাই মধুর হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু খুলিয়া ধরা দূরে থাক, ক্রমশঃ তাহাদের সম্বন্ধ যেন আরও আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। অদৃশ্য প্রাচীর কে যেন গড়িয়া তুলিতেছে দুজনের মাঝখানে। নিজের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার দরুন বুঝি বিনতির অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। সে ভীরু সরল মেয়েটি বিদায় লইয়াছে অনেকদিন আগেই। বিনতির প্রকৃতি ক্রমশঃ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, শিথিলতা আসিয়াছে তাহার সব কাজে। সংসারের কাজ সে নিয়মমতই করিয়া যায় কিন্তু তাহাতে যেন আর গা নাই। নিজের সম্বন্ধে সে উদাসীন। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে অন্ধকার, সেজন্য সে মাথাও ঘামায় না। কোনোমতে দিনটা কাটানই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

রাত্রে অবশ্য তার ঘুম আসিতে চায় না। ঘুমাইলেও সে সচকিতভাবে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া ওঠে।

কিন্তু তাহাদের জীবনে যে গাঢ় ভয়াবহ ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, সত্যই

ভূপতি কি তাহার হেতু? হৃদয়হীন নির্বিকার মানুষ ত সংসারে বিরল নয়। তাহাদের সহিত ঘরকরা সুখের নয়, সহজও নয়, কিন্তু সম্ভব। ভূপতির ভিতর কি নির্বিকার হৃদয়হীনতারও বেশি কিছু আছে!

বোঝা যায় না কিছুই। বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। যে অদৃশ্য প্রাচীর পরস্পরের মধ্যে বিনতি সারাক্ষণ অনুভব করে, ভূপতির কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই বলিয়া মনে হয়।

বরাবর যেমন ছিল সে এখনও তেমনই আছে। বিনতির সহিত স্পষ্ট কোন দুর্ব্যবহার সে করে না, তাহাকে শাসন করে না, তাহার সংসার পরিচালনার স্বাধীনতায় পর্যন্ত বাধা দেয় না এতটুকু।

স্ত্রীর সহিত সে যে আলাপ করে তাহাকে সহজ বলিয়াই মনে হয়। কণ্ঠও তাহার একান্ত সরল।

"তোমার চুল যে সব উঠে যাচ্ছে!"

বিনতি ধোপার বাড়ির ফেরত কাপড়গুলো পাট করিয়া তোরঙ্গে তুলিতেছিল, উত্তর দেয় নাই।

ভূপতি আবার বলিয়াছে— "কি ভাগ্যি তোমার কপাল ছোট। চওড়া কপালের ওপর চুল উঠে গেলে মেয়েদের ভারী খারাপ দেখায়।"

বিনতি এবার রুক্ষস্বরে বলিয়াছে—"পোড়াকপালে উঠলে দেখায় না।"

"তুমি আয়নায় দেখেছ?" ভূপতি হাসিয়া উঠিয়াছে।

"আয়নায় দেখবার দরকার নেই, আমি জানি।"

"তাহলেও চুল থাকলে পোড়াকপাল ঢাকা থাকে। কালই একটা ভালো তেল আনতে হবে।"

কাপড়গুলো তুলিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া বিনতি বলিয়াছে—"দরকার নেই আমার। আমার চুল উঠলে ক্ষতি নেই।"

"একটু আছে যে। চুল উঠে গেলে সিঁথিতে যে সিঁদুর পড়বে না ঠিক মতো। সেটাও ত দরকার; কি বলো?"

বিনতি চুপ করিয়াছিল।

ভূপতি আবার বলিল, "কালই একটা তেল আনব।"

ভূপতি তাহার পরদিন সত্যই একটা তেল লইয়া আসিয়া বলিল—"এই নাও, রোজ ঠিক মতো মেখো।"

মাথার তেলের শিশি এত ছোট দেখিয়া বিনতি না জিজ্ঞাসা করিয়া পারে নাই—"এত ছোট শিশি যে ; এ ত একবার মাখলেই ফুরিয়ে যাবে।"

ভূপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ওটা মাথার নয়, কপালে লাগাবার জন্যে, প'ড়ে দেখো না— পোড়াঘায়ে ধন্বন্তরি ব'লে লিখেছে।"

অতীত যুগের সে নিরীহ লাজনম্র মেয়েটি কি করিত বলা যায় না, কিন্তু এখনকার বিনতি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারে নাই। একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া সে সবলে শিশিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

মেঝের উপর ছড়ানো তেল ও কাঁচের ভাঙা টুকরার দিকে চাহিয়া ভূপতি শুধু বলিয়াছে—"তোমার হাতের তাগ নেই।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এতটুকু বিস্ময় বা উত্তেজনার আভাস নাই।

স্বামী-স্ত্রীর আলাপ এমনি ধরনের। ভূপতি কোনোদিন হয়তো সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ডাকিয়া বলে—"শুনে যাও।"

বিনতি কি একটা কাজে ভাঁড়ারে যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলে—"কেন ?"

"শুনে যাও না।"

বিনতি কাছে আসিলে খবরের কাগজের একটা জায়গা তাহাকে দেখাইয়া ভূপতি বলে—"পড়ো না, ভারী মজার খবর একটা।"

"আমার সময় নেই এখন।" —বলিয়া বিনতি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ভূপতি হঠাৎ তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিয়া বলে—"খুব আছে, এইটুকু পড়তে আর কতক্ষণ !"

বিনতি অগত্যা কাগজটা হেলাভরে হাতে তুলিয়া লয়। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া ওঠে। নিঃশব্দে কাগজটা স্বামীর কোলের উপর নামাইয়া দিয়া কঠিন মুখে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে ভূপতি তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলে—"ভারী মজার —না ?"

বিনতি স্বামীর চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলে—"হুঁ !"

"পৃথিবীতে কাউকেই বিশ্বাস নেই। কিছুই আশ্চর্য নয়, কি বলো ?"

"না।" বলিয়া বিনতি হাতটা ছাড়াইয়া এবার চলিয়া যায়।

ভূপতি তখনকার মতো আর কিছু বলে না। কিন্তু খাবার সময়, প্রথম

ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে গিয়া হঠাৎ নামাইয়া রাখিয়া বলে—"এমনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে-লোকটাও ত মুখে ভাত তুলেছিল! সারাদিন খেটেখুটে হায়রান হয়ে এসেছে, ক্ষিধেয় সমস্ত অন্ধকার দেখছে। কেমন ক'রে বেচারা জানবে সেই অন্ধকারই চিরদিনের মতো নেমে আসবে। কেমন ক'রে জানবে তার জীবনের ওই শেষ গ্রাস।"

বিনতি বুঝি একটু শিহরিয়া ওঠে। সেদিকে একবার চাহিয়া ভূপতি বলিয়া যায়—"তার স্ত্রী নিশ্চয়ই তখনও তার সামনে ব'সে। স্বামীর জন্যে অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে সে অমন খাওয়ার আয়োজন করেছে— ক্ষিদে শুধু মিটবে না, জীবনের ক্ষিদে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কেমন ক'রে স্বামী সে-গ্রাস মুখে তোলে তাকে দেখতে হবে ত!"

ভূপতির মুখে একটু হাসির রেখা যেন দেখা দেয়। সে আবার বলে—"তার স্ত্রীর সেই সাগ্রহে ব'সে থাকা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। অমন সে কত দিন কত রাত আগেও বসেছে, কিন্তু এত আগ্রহ নিয়ে বোধ হয় নয়।"

হঠাৎ বিনতি সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভূপতিরও একটু পরিবর্তন বুঝি দেখা দেয়। বিনতি কিছু না বলিলেও নিজে হইতে সে একদিন বাড়িতে একটি ঝি রাখার বন্দোবস্ত করিয়াছে। একদিন অফিস ফেরতা গোটাকতক রঙিন ছিটের কাপড় আনিয়া নিজেই বিনতিকে বলিয়াছে—"সস্তায় পেয়ে গেলুম। বহর বড় কম, তবে ছোট পেনি ক'টা হ'তে পারে।"

বিনতি সন্তান-সম্ভবা। শরীর তাহার অত্যন্ত ভাঙিয়া পড়িয়াছে। গায়ে যেন রক্ত নাই, হাত পা শীর্ণ।

সন্তানলাভের কল্পনায় আনন্দ হয়তো তাহারও আছে কিন্তু উৎসাহ নাই। উৎসাহ তাহার আর কিছুতেই নাই। হয়তো ইহা তাহার ক্লান্ত দুর্বল শরীরেরই প্রতিক্রিয়া, হয়তো তাহার চেয়েও বেশি কিছু। হয়তো ভাবী-সন্তান সম্বন্ধেও তাহার আশঙ্কা আছে। ভূপতিরই ছায়া যদি তাহার মধ্যে দেখা দেয়! তেমনি অপরিচিত, ভয়ঙ্কর দূরত্ব যদি থাকে তাহার মধ্যে! মাতৃত্ব দিয়াও যদি তাহাকে আপন করা না যায়! বিনতি সেকথা ভাবিতে চায় না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করে।

ভূপতির চোখে মুখে কিন্তু কেমন যেন একটুকু উজ্জ্বলতা দেখা দিয়াছে। একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"এই বিছানাটুকু পেতে এত হাঁফাচ্ছ কেন?"

বিনতি উত্তর দিল না। সে সত্যই ক্লান্ত, অত্যন্ত দুর্বল। কোনরকমে মনের জোরে সে যেন খাড়া হইয়া কাজ করিয়া বেড়ায়, তাহার সমস্ত শরীর কিন্তু প্রতিবাদ করে। একবার শুইলে তাহার যেন আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় ঘুম যদি মৃত্যুর মতো গাঢ় হইয়া নামে তাহা হইলেও যেন আর কিছু আসে যায় না।

ভূপতির সন্তান যেন এখন হইতেই তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা সুরু করিয়াছে। তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি সে নির্মমভাবে শোষণ করিয়া লইবে।

ভূপতি একদিন হঠাৎ ডাক্তার ডাকিয়া আনিল নিজে হইতেই। বিনতি ডাক্তার দেখাইতে চায় না কিন্তু তবু আপত্তি টিকিল না। ডাক্তার ওষুধপত্র লিখিয়া দিয়া গেল। সাবধানে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেল অনেক।

ভয়, হ্যাঁ ভয় একটু আছেই বৈ কি। ডাক্তার ভূপতির জিজ্ঞাসার উত্তরে তাহাই বলিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর বিনতি অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল—"ডাক্তার ডাকতে গেছ্‌লে কেন? আমি মরব না, ভয় নেই।"

ভূপতি উত্তর দিয়াছিল— "বলা যায় না, তুমি এখন তা পারো।"

বিনতি মরে নাই, কিন্তু মৃত্যুর একেবারে প্রান্তে উপনীত হইয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছে।

নিরাপদে ভালোভাবে প্রসব যাহাতে হয় সেজন্য ভূপতি স্ত্রীকে হাস-পাতালে রাখিয়াছিল। মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর বিনতির নিজের জীবন লইয়াই অনেকক্ষণ টানাটানি চলিয়াছে। সেটাকে খানিকটা সামলাইবার পর ভূপতি স্ত্রীকে দেখিবার অনুমতি পাইয়াছিল। যে-ডাক্তারের উপর বিনতির ওয়ার্ডের ভার ছিল তিনি বলিয়াছিলেন—"এ-যাত্রায় খুব আপনার বরাত জোর মশাই। কেটে ছিঁড়ে ছেলেটাকে সময় মতো না বা'র করলে স্ত্রীকে আপনার বাঁচানো যেতো না।"

অদ্ভুতভাবে ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া ভূপতি বলিয়াছে— "আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

ডাক্তারই কেমন যেন বিব্রত হইয়া গিয়া বলিয়াছেন—"না, ধন্যবাদ কিসের! এ ত আমাদের কর্তব্য!"

"কর্তব্যই ক'জন বোঝে!" বলিয়া ভূপতি একটু হাসিয়াছে।

বিনতির ঘরে ঢুকিবার সময়ও বুঝি তাহার মুখে সেই হাসিটুকু লাগিয়াছিল। শুভ্র শয্যার সঙ্গে একেবারে যেন মিশাইয়া বিনতির দেহ পড়িয়া আছে। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। শীর্ণ মুখটুকু চাদরের মতোই বিবর্ণ।

কিন্তু ভূপতি গিয়া কাছে দাঁড়াইতে তাহার চোখে যে-দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অর্থ একান্ত দুর্বোধ। আশঙ্কাই তাহাকে বলিতে পারা যাইত কিন্তু তাহার সহিত দৃপ্ত অবজ্ঞার শাণিত ঝিলিক কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর দ্বার হইতে বিনতি কি ইহাই সংগ্রহ করিয়া আনিল!

ভূপতি পাশের চেয়ারে বসে নাই। খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়াছে—"আবার ত ফিরে যেতে হবে।"

"তাই ত ভাবছি।" —বিনতির স্বর অস্ফুট কিন্তু তবু অসাধারণ তীক্ষ্ণতা তাহাতে।

হাসপাতাল হইতে বিনতিকে তাড়াতাড়ি ছাড়িতে চাহে নাই। তাহার বিপদ না কাটিলে তাহারা ছাড়িয়া দিতে পারে না জানাইয়াছে। কিন্তু ভূপতি জেদ করিয়া সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে নানারকম চেষ্টা চরিত্র করিয়া বাড়িতে লইয়া আসিয়াছে।

সেই ডাক্তার বলিয়াছেন—"আপনি ভুল করছেন মশাই। স্নেহ ভালোবাসা বড় জিনিস, কিন্তু রোগ, হাসপাতালের এই হৃদয়হীন কলের মতো সেবাতেই সারে। আর ক'টা দিন রাখলেই ত আর ভয় থাকত না।"

ভূপতি অদ্ভুত উত্তর দিয়াছে— "আপনাদের সব কথা যদি বিশ্বাস করতে পারতুম!"

কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়া দিন দিন আশ্চর্যভাবে বিনতি সবল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুকে এমন করিয়া তুচ্ছ করিবার জোর সে কোথায় পাইল কে জানে? তাহার চোখে যে শাণিত অবজ্ঞা আজকাল উদ্ধত হইয়া আছে তাহাতেই কি তাহার সেই গোপন নূতনলব্ধ শক্তির ইঙ্গিত আছে!

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা বন্ধ হইয়াছে মাত্র কয়েকদিন। ব্যাপারটা বোধ

হয় এমন কিছু নয়। ভূপতি অফিস হইতে ফিরিয়া জামা কাপড় না ছাড়িয়াই একদিন বলিয়াছে— "শিগ্‌গির তৈরি হযে নাও, এখুনি বেরুতে হবে।"

অত্যন্ত অস্বাভাবিক আদেশ। গত দুই বৎসব স্বামীর সঙ্গে হাসপাতালে ছাড়া আর সে কোথাও গিয়াছে বলিয়া মনে পডে না।

বিনতি একটু বিদ্রূপের স্বরেই বলিযাছে— "কোথায ?"

"বায়স্কোপের দুটো পাশ পেয়ে গেলাম এমনি। পয়সা দিয়ে ত আব হবে না। চলো দেখেই আসি।"

"তুমি দেখে এসো।" —বলিয়া বিনতি চলিযা যাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ভূপতি দরজা আগলাইযা বলিযাছে—"কেন, তুমি যাবে না কেন! আমার সঙ্গে যেতে কি ভয় করে নাকি ?"

বিনতি হাসিয়াছে একটু। আজকাল সে হাঁসে। বলিযাছে—"ঘরেই যখন কাটাতে পারলুম এতদিন, তখন বেরুতে আর ভয় কিসের ?"

ভূপতি তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন তলাইযা দেখিবার চেষ্টা কবিযা বলিয়াছে—"তাহ'লে চলো না।"

"আচ্ছা চলো।"

একবার ট্রাম বদল করিয়া আর একটা ট্রামে উঠিবার সময বিনতি বলিযাছে— "কাছাকাছি বুঝি বায়স্কোপ ছিল না।"

"ছিল, কিন্তু অমনি দেখবার পাশ ছিল না।"

সিনেমা সত্যই শহরের আব এক প্রান্তে। ভূপতি সেখানে গিয়া স্ত্রীকে উপরে মেয়েদের সীটে উঠাইযা দিয়াছে। বিনতি একবাব বলিয়াছিল—"এক সঙ্গে বসলেও ত ক্ষতি ছিল না।"

"না নিচে বড় ভিড়, কষ্ট পাবে।"

বিনতি অদ্ভুতভাবে হাসিয়া সিনেমাব ঝির সঙ্গে উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

ভূপতি তাহার পর কি করিত বলা যায় না। কিন্তু পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। লোকটা হাসিয়া বলিল— "সখ ত মন্দ নয়, এই এত দূর এসেছিস বৌকে বায়স্কোপ দেখাতে।"

"তাহ'লে আর সখ কিসের!" —বলিয়া ভূপতি নিজেও বায়স্কোপের হলে গিয়া ঢুকিয়াছে। বন্ধুটিও পাশেই বসিয়াছিল, সে একবার ভূপতিকে চিম্‌টি

কাটিয়া বলিয়াছে— "অত ঘন ঘন ওপরে তাকাস নি। তোর বৌ পালিয়ে যাবে না।"

ভূপতি যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া বলিয়াছে— "না না ভারি লাজুক। ঠিকমতো জায়গা পেলে কিনা দেখছিলুম।"

বায়স্কোপ আরম্ভ হইবার খানিক পরেই কিন্তু উসখুস করিতে করিতে হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িয়াছে।

"আবার কি হ'ল ?" — বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

"কিছু না, আমি আসছি।"

বন্ধু হাসিয়া বলিয়াছে— "বুঝেছি ; এমন বায়স্কোপ দেখানো কেন ? ঘরে শিক্‌লি দিয়ে রাখলেই পারতিস্।"

ভূপতি আর কোন কথা বলে নাই। তাড়াতাড়ি হল হইতে বাহির হইয়া রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সিতে সটান উঠিয়া বসিয়া একদিকে চালাইতে বলিয়াছে।

ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিবার পরও ড্রাইভারকে থামিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্ত মুখে ভূপতি কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সেকথা আর বলা হয় নাই। ট্যাক্সিচালকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দরজাটা নিজেই খুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে সে বলিয়াছে— "এসো, ঠিক সময়ে এসে পড়েছো।"

বিনতি ভিতরে উঠিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়াছে— "হ্যাঁ তোমায় বেরুতে দেখলাম যে।"

"লক্ষ্য করেছিলে বুঝি ?"

"তা করছিলাম।"

খানিকক্ষণ আর কোনো কথা হয় নাই। বিনতি হঠাৎ বলিল—"তুমি এমন কাঁচা কাজ করবে ভাবিনি। তোমায় দেখতে না পেলেও কিছু আসতো যেত না। আমি বাড়ির ঠিকানা জানি। তোমার নামটাও বলতে পারতাম লোককে! একসঙ্গে এমন ক'রে না হোক খানিক বাদেই গিয়ে উঠতাম। সব দিক ভেবে বোধ হয় কাজটা করো নি।"

"না, সবই ভেবেছিলাম। মনের ঘেন্নায় তুমি ত নাও ফিরতে পারো, সেইটের ওপর জোর দিয়েই যা ভুল করেছিলাম।"

"মনের ঘেন্নায় মানুষ কি করতে পারে, কেউ জানে কি ?" —বিনতির সেই

বুঝি শেষ কথা। তাহার পর ট্যাক্সিতেই তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে নিঃশব্দে। মৃত্যুর মতো সে-নিঃশব্দতা সমস্ত সংসার এখন ভারাক্রান্ত করিয়া আছে।

অন্যান্য কথা হয়তো তাহারা আবার কহিবে, সংসারের প্রয়োজনে, পরস্পরকে আহত করিবার অদম্য প্রেরণায়, কিন্তু তবু অন্তরের এ-নিঃশব্দতার ভার ঘুচিবার নয়। জীবনের একটি মাত্র বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য এ-নিঃশব্দতার নির্বাসন তাহাদের নিঃসঙ্গ আত্মা স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লইয়াছে।

তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে-শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল— জীবনের কি আশ্রয়? পবস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।